আজকের কাগজ

তারিখ 17 AUG 1991
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

# সরকারী কলেজ শিক্ষক অতলান্তিক সমস্যার চালচিত্র

হারাধন গাঙ্গুলী

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং কাঠামোয় আদতেই উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক পর্যায়ের এবং এখন স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর মাস্টার্স কোর্সের প্রয়োজন আছে কিনা, প্রশ্নটি তুলতে হয়। কারণ এ স্তরের শিক্ষার সাথে জড়িয়ে থাকা হাজার হাজার শিক্ষকদেরতো বটেই এবং বিশেষ করে দেশে ২৩৩টি সরকারী কলেজের শিক্ষকদের পেশাগত অবস্থানের দিকে একবার তাকিয়ে ঐ প্রশ্নটি করতে হয়।

বিশেষ করে সরকারী কলেজ পর্যায়ের শিক্ষাকে ক্যাডারভুক্ত করে অন্যান্য ক্যাডারের সমপর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করে সম অধিকার ও মর্যাদা দানের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অঙ্গীকার যখন করা হয়েছে, তখন এই প্রশ্ন তোলা অসঙ্গত নয়।

আসলে বাস্তবে এক নির্মম নিরুৎসাহজনক প্রক্রিয়া চলছে সরকারী কলেজ শিক্ষকতার ক্ষেত্রে। ন্যূনতম যৌক্তিক অধিকার থেকে সরকারী কলেজ শিক্ষকরা বঞ্চিত। দীর্ঘদিন থেকে এই প্রক্রিয়া চলছে। আজ সমস্যা-সংকটের স্বরূপ অতলান্তিক। শিক্ষকদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে বহু আগেই।

ফলাফল বিষয়গত (Subjectively) ভাবে ভয়ংকর। এখন কোন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী সরকারী কলেজে আসতে একেবারেই অনাগ্রহী। যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান। অদূর ভবিষ্যতে প্রকট হয়ে উঠবে আরো।

শিক্ষকদের অধিকারের প্রশ্ন কখনই কর্তৃপক্ষীয় মহলে এবং নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে তলিয়ে বিচার করে দেখা হয়নি। মনে হয় শিক্ষকদের সম্পর্কে আমাদের যে চিরায়ত ধারণা, যা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিশেষ করে রেনেসাঁর প্রভাব আজো তাদের তাড়া করছে। তারা আক্ষরিক অর্থে বুঝতে চান শিক্ষক মানেই "Plain Living and high thinking"। অস্বীকার করছি না। বরং এটাই শিক্ষকদের আদর্শ। কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীর প্রান্তিকে এসে সামাজিক বাস্তবতার বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে এই আদর্শিক ধারণার সাফল্যের বিষয় ও বিষয়গত উপাদান বর্তমান কি? বরং এর বিকৃতায়ন ঘটছে সর্বত্র। যার ফলে সর্বগ্রাসী হতাশা আর বিচ্ছিন্নতাবোধ (Alienation) সরকারী কলেজ শিক্ষকদের গিলে ফেলছে ক্রমাগত।

অন্যদিকে মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটি তোলা হয়। এটাও নতুন নয়। প্রশ্ন, ৩০টি সম মর্যাদাসম্পন্ন ক্যাডার সার্ভিসের অন্যতম শিক্ষা ক্যাডার। সাধারণ শিক্ষা তারই একটি সাব ক্যাডার। যেখানে অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসে প্রবেশের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক ডিগ্রী বা সমমান সম্পন্ন ডিগ্রী, সেখানে একমাত্র শিক্ষা ক্যাডারে আসতে হলে অবশ্যই দরকার ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণী সম্মান স্নাতক ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রী। সম্মান না থাকলে মাস্টার্স ডিগ্রী অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর হতে হবে। প্রবেশের শুরুতেই শিক্ষাগত যোগ্যতার এই পার্থক্যজনক শর্ত থাকা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের সমস্ত সার্ভিসকে সমমর্যাদা দানের সৎ লক্ষ্যে গঠিত ক্যাডার সার্ভিসে শিক্ষা ক্যাডার বহু বহু ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। পেশাগত অধিকারের প্রশ্নে, মর্যাদার প্রশ্নে, সুযোগ সুবিধা প্রদানের প্রশ্নে যে বৈষম্য শিক্ষা ক্যাডার সার্ভিসের প্রতি করা হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে, তার কারণ হিসেবে সম্পদের সীমাবদ্ধতা মুখ্য নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অনুদার দৃষ্টিভঙ্গীই মুখ্য।

ফলে সরকারী কলেজ শিক্ষকদের পেশাগত জীবনে নেমে এসেছে চরম বন্ধ্যাত্ব। একের পর এক অযৌক্তিক ও পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তের ফলে নিয়োগজনিত অবস্থানগত কারণে শিক্ষকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিভাজন, পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাত। এরই ফলে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন স্বার্থ গ্রুপ। জটিলতার যৌক্তিক নিরসনের চেয়ে শিক্ষকদের জীবন করে তুলেছে দুর্বিষহ। শিক্ষাদানে আন্তরিক ও সৎ থাকার ক্ষেত্রে মোটেই তা সহায়ক নয়। একজন প্রভাষকের চাকরির মেয়াদকাল ৫ বছর পূর্ণ হবার পর যেখানে সহকারী অধ্যাপকের পদে পদোন্নতি পাবার কথা, সেখানে ৫ থেকে ২২/২৩ বছর যাবত একটি পদে প্রভাষকবৃন্দ পড়ে আছেন। অথচ বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, সরকারী কলেজগুলোতে প্রায় ৬০৮৪টি পদ দীর্ঘ ১০ বছর ধরে শূন্য।

প্রভাষকের পদোন্নতির জন্যে পরীক্ষা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। ভাল কথা। শিক্ষার জগতে গুণগত মান নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু উদ্ভুত ব্যাপার, এই পরীক্ষা পদ্ধতির কথা বলা হয় ১৯৮৬ সালে। এবং ১৯৭২ থেকে ১৯৮৭ সালের আগ পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই পরীক্ষার আয়োজন করতে পারে নি। ইতিমধ্যে বহু শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ ৮ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত অতিক্রান্ত হয়েছে। সঠিক সময় অর্থাৎ চাকরির ৫ বছর মেয়াদোত্তীর্ণ হবার পর পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারার অপরাধ কার? কাজেই এই জটিলতার যৌক্তিক অবসান এ মুহূর্তে হওয়া দরকার। এছাড়াও সরকারী কলেজের প্রভাষকদের যেহেতু বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দিতে হচ্ছে, তাই পদোন্নতির জন্যে পরীক্ষার বিষয়সমূহ অবশ্যই তাদের নিজ নিজ বিষয়ের আরো উন্নয়নের ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রধানত হওয়া দরকার।

পদোন্নতির ক্ষেত্রে আরো একটি জটিলতাঃ বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতি হবে না সম্মিলিত জ্যেষ্ঠতাভিত্তিক পদোন্নতি হবে তার মীমাংসা আজো হয়নি। বলতে বাধ্য, অদ্ভুত এক নিয়ম এখানে বিরাজমান। বাংলা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, অংক প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষকবৃন্দ ১৪/১৫ বছরেও পদোন্নতি পান না পদ শূন্য না থাকার কারণে। অথচ ইসলামী শিক্ষা, আরবী, সংস্কৃত, ইংরেজী, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ দ্রুতই পদোন্নতি পাচ্ছেন। অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, বাংলা সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষক হওয়া কি অপরাধ? একই সময়ে চাকরিতে যোগদান করে কেউ ১৪/১৫ অথবা ২০ বছর প্রভাষকে থাকছেন, আবার বিষয়ের

তারিখ 17 AUG 1991

সুযোগে কেউ কেউ ৮/৯ বছরের মাথায় পদোন্নতি পাচ্ছেন। এ অবস্থা নিঃসন্দেহে অস্বস্তিকর এবং অনাকাংখিত। সর্বত্র পদোন্নতির গ্রহণযোগ্য যৌক্তিক নিয়ম হলো জ্যেষ্ঠতাভিত্তিক। সরকারী কলেজে এর ব্যাঘাত ব্যত্যয় কেন? তাছাড়া শিক্ষকতার ক্ষেত্রে পদোন্নতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অথবা কাঠামোগত ক্ষেত্রে কোনই পরিবর্তন আনে না। একজন প্রভাষক সহকারী অধ্যাপক হলে কিংবা একজন সহকারী অধ্যাপক সহযোগী অধ্যাপক হলে তাদের পেশাগত দায়িত্বের কোনই পরিবর্তন হয় না। তাদের জন্যে কোন পৃথক ব্যবস্থা বা আয়োজন করতে হয় না। পাঠদানেরও কোন পরিবর্তন ঘটে না। অথচ অন্যান্য ক্যাডারে পদোন্নতির সাথে সাথে দায়িত্বেরও পরিবর্তন ঘটে, পরিবর্তন ঘটে আয়োজনের। কাজেই এখানে পদশূন্যতার প্রশ্নটি স্বাভাবিক কারণেই প্রাধান্য পাচ্ছে। কিন্তু সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে পদশূন্যতার অভাবে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না-এই বিষয়টি একেবারেই অবান্তর।

তাই ৫, ১০, ১২ অথবা আরো বেশী সময় ধরে যারা আজো প্রভাষক আছেন তাদের "রেট্রোসপেকটিভ" ইফেক্ট দিয়ে "In-Situ promotion" পদ্ধতিতে আপগ্রেড করে যথাক্রমে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদান কি ন্যায়সঙ্গত যৌক্তিক দাবী নয়?

অন্যান্য ক্যাডারে কি হচ্ছে? দু বছরে ১৮৫০/- টাকার স্কেল, ৪ বছরে উত্তীর্ণ হলে ২৪০০/- টাকার স্কেল এবং ৮ বছর উত্তীর্ণ হলে তারা ২৮০০/- টাকার স্কেলে যাচ্ছেন। অথচ সমমর্যাদার দাবীদার এই শিক্ষা ক্যাডারে-এর নিদারুণ ব্যতিক্রম দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসছে। হালে শোনা যাচ্ছে, আট বছর উত্তীর্ণ শিক্ষকদের (এদের মধ্যে ১২/১৪ বছর ধরে প্রভাষকও আছেন) নাকি ২৪০০/- টাকার স্কেলে দেয়া হয়েছে। কেন তারাতো অন্যান্য ক্যাডারের মত ২৮০০/- টাকা স্কেলের দাবীদার? প্রকৃত অর্থে সরকারী কলেজের শিক্ষক সহজেই এক করুণার পাত্র।

সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক নিয়োগকৃত বনাম আত্মীকৃত শিক্ষকদের মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্য এবং জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের সমস্যাটি আজো দগদগে ঘায়ের মতো বর্তমান। যা প্রায় প্রতিটি সরকারী কলেজে শিক্ষকদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং সমমর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হবার চেতনা গড়ে ওঠার পরিবর্তে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি করছে। সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন মনস্তাত্বিক সমস্যার। উচ্চ শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থেই এর অতিদ্রুত অবসান বাঞ্ছনীয়।

কলেজ জাতীয়করণের সময় আত্মীকৃত একজন প্রভাষকের ইফেকটিভ সার্ভিস গণনা করে ৭ বছর পূর্ণ হলে তিনি সরাসরি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। পদশূন্যতার প্রশ্ন তখন এখানে আসেনি। অথচ এই ৭ বছর পূর্ণ হতে একদিন মাত্র বাকী মেয়াদকাল সম্পন্ন একজন প্রভাষক তার চাকরীর পরবর্তীতে ১০/১২ বছর পরেও আজ পর্যন্ত পদোন্নতি পাচ্ছেন না। এটা অযৌক্তিক এবং অন্যায়। তেমনি সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক সরাসরি নিয়োগকৃত একজন প্রভাষক কি অপরাধ করলেন যে তিনি ১৪/১৫ বছরেও সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাচ্ছেন না? তার যোগ্যতাই কি তার ব্যর্থতা?

আমরা মনে করি এ মুহূর্তে সরকারী কর্মকমিশনের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত এবং আত্মীকৃত শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে একটি সমন্বিত গ্রেডেশন তালিকা প্রণয়নের কঠিনতম কাজটি সম্পন্ন হওয়া দরকার। আর এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন উভয় পক্ষের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠে একটি উৎসর্গীকৃত উদার দৃষ্টি গ্রহণ করা। একটি স্থায়ী জটিলতার চির অবসানের জন্যেই এটা প্রয়োজন। এবং এই জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকারী কলেজ শিক্ষকদের নিয়মিত পদোন্নতি প্রদানের একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা বা পদ্ধতি চালু করাই এ মুহূর্তের সবচে প্রধান কর্তব্য।

যে কথা প্রথমে বলার চেষ্টা করেছি, আবারও বলছি, শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি সামগ্রিক অর্থেই নড়বড়ে। তার আর একটি প্রমাণ "ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স" বা মর্যাদাক্রম। এটি সংশোধন করে শিক্ষককের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এখনও সম্ভব হয়নি।

আগেরমত চাকরিকাল ৮, ১২ ও ১৫ বছর পূর্তির পর টাইম স্কেল পুনপ্রবর্তন করা যায়নি।

মোট কথা সরকারী কলেজ শিক্ষকদের সমস্যার পরিধি এতই বিস্তৃত যে বক্ষমান নিবন্ধে তার মাত্র সামান্যই তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে।

দীর্ঘদিনের উদাসীনতা, শৈথিল্য, অনুদারতা, উচ্চ শিক্ষার প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অথবা প্রয়োজন অনুধাবনের ঘাটতি, পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এর সুযোগে দাবী আদায়ের নামে একের পর এক স্বার্থ গোষ্ঠী গড়ে ওঠে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ টিকিয়ে রাখার প্রকাশ্য কিংবা প্রচ্ছন্ন অপপ্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টিই মূলতঃ সরকারী কলেজ শিক্ষকদের আজকের অবর্ণনীয় দুরবস্থার কারণ।

আমরা এও মনে করি, সমস্যা-সংকট যেহেতু সুদূর অতীত থেকে লালিত, এর সমস্ত সমাধানও তাৎক্ষণিক হবার নয়। তবে পদোন্নতির ন্যায় কতিপয় মৌলিক সমস্যার আশু সমাধানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষীয় ...ঐকিক ও আন্তরিক উদ্যোগ এ মুহূর্তে কাম্য।

এবং শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে যদি প্রশ্ন থেকে থাকে, তবে বলব, স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে সব ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা (Accountability) প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সদিচ্ছা যখন পরিব্যাপ্ত, সরকারী কলেজ শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রেও আসুক না সেই "দায়বদ্ধ" থাকবার ব্যবস্থা।

*[আজ শনিবার থেকে সরকারি কলেজের প্রভাষকরা তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে পূর্ণ ধর্মঘটে যাচ্ছেন।]*

হারাধন গাঙ্গুলী : অর্থনৈতিক প্রতিবেদক, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক।